ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 007 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০০৭ ● কলকাতা ● ২২ পৌষ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৭ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রামপুরহাটের সভা শেষে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিলেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তারাপীঠ : কলকাতা থেকে সোমবার বীরভূমে গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রামপুরহাটে জনসভা করে তিনি গিয়েছেন রামপুরহাট হাসপাতালে। সেখানে সোনালি খাতুনের সঙ্গে দেখা করে তারাপীঠ মন্দিরে গিয়েছেন তিনি। সেখানে পুজোও দিয়েছেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে একটি মা তারার ছবি।যারা বাংলা ভাষাকে অপমান করেছে তাদের জবাব দিতে হবে আগামী দিন। যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করেছে যারা শিক্ষাবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইয়েরের নোটিশ পাঠিয়েছেন তাদের জবাব দেয়ার জন্য বীরভূমের জনগণের কাছে আহ্বান জানান অভিষেক। অভিষেকের কপ্টারে

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 166

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

শ্বাসও আস্তে আস্তে চলে।

জলের পাশের ঐ দেওয়ালে সত্যি সত্যি খুব সুন্দর কলাকৃতি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কখনও কোন আকৃতি হাতীর মত লাগছিল, তো কোন আকৃতি কুমীরের মত। আর মাছের মত তো অনেক আকৃতি লাগছিল, কিন্তু কোনও আকৃতি মানুষের মত লাগছিল না।

যেন প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে কোন তালমিল হচ্ছিল না বা প্রকৃতিও নিজের আশেপাশের বাতাবরণ থেকে প্রভাবিত হচ্ছিল। **ক্রমশঃ**

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ফালাকাটা ফরেস্ট কলোনি এলাকা থেকে গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ৪ যুবক

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

মাদকের বিরুদ্ধে ফালাকাটা থানার পুলিশের লাগাতার অভিযান চালিয়ে আবারো ফালাকাটা থানার বড় সাফল্য।বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ চার যুবক গ্রেফতার।

গতকাল রাতে ফালাকাটা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ফালাকাটা ফরেস্ট কলোনি এলাকা থেকে চার যুবককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।ধৃতদের নাম সুজন বর্মন (৩০) বাড়ি রাজপুর চান্দামারী, থানাঃ কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার। চিত্তরঞ্জন বর্মন (৩২) বাড়ি চান্দামারী, থানাঃ কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার। সুশান্ত বর্মন, বাড়ি চিকিরহাট, থানা কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার। নবীন মজুমদার (৩৮) বাড়ি চান্দামারী, থানা কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের হেফাজত থেকে মোট ৩৩.৭৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে একই সাথে তাদের কাছে থাকা তিনটি মোটরসাইকেল চারটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাস জানান ধৃত চারজনে কোচবিহার থেকে পিট ব্যাক করে তিনটে মোটরসাইকেল নিয়ে ফালাকাটা হয়ে মালদার দিকে যাচ্ছিলেন। সোমবার রাতে পুলিশ ফালাকাটা ফরেস্ট কলোনী এলাকায় উদ পেতে ছিল। সেখান থেকেই পুলিশ তাদেরকে পাকড়াও করেন। মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হবে।বিপুল পরিমাণ গাজা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন,এই ঘটনার ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে ঘটনার আরও তদন্ত করা হবে। যে কোনো মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার অভিযান চলবে।

'রণ সংকল্প' যাত্রায় রামপুরহাটে অভিষেক

বেবি চক্রবর্ত্তী

বারুইপুর, আলিপুরদুয়ারের পরে আজ অভিষেক সভা করছেন বীরভূমে। বীরভূমে কেষ্ট-কাজলের কাজিয়া নিয়ে বার্তা দেবেন অভিষেক। তবে তাঁর মূল লক্ষ্য থাকবে সোনালী খাতুন। রামপুরহাটের সোনালি খাতুনকে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করে কেন্দ্র। পরে আদালতের হস্তক্ষেপে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। সেই সুনালী খাতুনের রামপুরহাটেই তাই বিজেপিকে আক্রমণ করতে সভা অভিষেকের। "বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশী সন্দেহে আটক ও মারধর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। সেই অভিযোগেই আজ গলা চড়াতে পারেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। লোকসভা ভোটে এই জেলার দুই আসনেই জয় পেয়েছে তৃণমূল। কোর কমিটিকে দিয়েই জেলায় যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা হয়। অনুব্রত-কেষ্ট দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা হলেও, বেশ কয়েকটি বিধানসভার পুর অঞ্চল নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই অব্যাহত বীরভূমে।

সেই আবহেই মঙ্গলবার প্রাক নির্বাচনী সভায় 'রণ সংকল্প' যাত্রায় রামপুরহাটে যোগ দিচ্ছেন অভিষেক। বীরভূমে জনসভা করবেন তৃণমূল

এরপর ৫ পাতায়

ওড়ার অনুমতি পেল না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছতে পারলেন না তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক সময়ে বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে পৌঁছে গেলেও, তাঁর হেলিকপ্টারটিকে ওড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ ক্ষণ অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে, কথা বলেও সমস্যার সুরাহা হয়নি এদিন। শেষ পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের হেলিকপ্টারে চেপেই বীরভূম রওনা দিলেন অভিষেক।এ নিয়ে DGCA-র তরফে এখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, প্রশাসনিক কারণেই অনুমতি পাওয়া যায়নি। বিজেপি যদিও তৃণমূলের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "অভিষেকের মতো ব্যক্তির সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। DGCA সেটাই করছে।" তবে নিজেদের অবস্থানে অনড় তৃণমূল। তাই রামপুরহাটের সভা থেকে ঘোষণা করা হয়, "হাজারো প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে, বিজেপি-র নোংরা রাজনীতিকে হারিয়ে রামপুরহাট আসছেন অভিষেক।"বুধবার বীরভূমে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে অভিষেকের। রামপুরহাটের বিনোদপুর মাঠে সভা করবেন বলে ঠিক ছিল। বেলা সওয়া ১২টা নাগাদ তারাপীঠের চিলার মাঠে নামার কথা ছিল তাঁর হেলিকপ্টারের। তারাপীঠের মন্দিরে পুজো দিয়ে অভিষেক সভাস্থলে পৌঁছবেন বলে ঠিক ছিল সকাল পর্যন্তও। বাংলাদেশ থেকে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ওড়ার অনুমতি পেল না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার

কাঠখড় পুড়িয়ে ফিরিয়ে আনা সোনালি বিবিকেও দেখতে যাওয়ার কথা ছিল রামপুরহাট হাসপাতালে, যিনি গতকালই পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু দুপুর ২টো বেজে গেলেও অভিষেকের হেলিকপ্টার উড়তে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত সওয়া ২টোর পর একটি হেলিকপ্টারে চেপে বীরভূম উড়ে যান অভিষেক। পরে জানা যায়, নিজের জন্য বরাদ্দ হেলিকপ্টারে উঠতে পারেননি অভিষেক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত DGCA-র তরফে অনুমতি না মেলায়, হেমন্তের হেলিকপ্টারে চেপে রামপুরহাট রওনা দেন তিনি। গোটা ঘটনায় বিজেপি-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলছে বিজেপি। DGCA-র আধিকারিকদের মাধ্যমে তারাই কলকাঠি নেড়েছে বলে অভিযোগ জোড়াফুল শিবিরের। তৃণমূল জানিয়েছে, আজ যে হেলিকপ্টার নিয়েছিলেন, আজ তাতে উঠতে পারেননি তিনি। আজ যেটিতে চেপে উড়ে গিয়েছেন, সেটি একদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছেন হেমন্তের কাছ থেকে। তৃণমূলের তরফে কথা বলে সেই হেলিকপ্টার ভাড়া নেওয়া হয়। এক দিকে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন বা SIR, অন্য দিকে আসন্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা গিয়েছে। এবার অভিষেক সমস্যায় পড়লেন।

(১ম পাতার পর)

রামপুরহাটের সভা শেষে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিলেন অভিষেক

অনুমতি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ের অনেরক পরে হেমন্ত সোরেনের কপ্টার নিয়ে বীরভূমের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন তিনি। সেখানে গিয়ে একাধিক কর্মসূচি পালন করেছেন তিনি। তারাপীঠে পুজো দেওয়ার তারমধ্যে একটি উত্তোরীয় দিয়ে বরণ করা হয়েছে তাঁকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে তারাপীঠের রাস্তার দুধারে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতেও দেখা গিয়েছে। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ২৫০টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতাতে হবে। রামপুরহাট জনসভা থেকে টার্গেট বাঁধলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি ৭০ টি আসন পেয়ে কে মাছের ঝোল খাবে কে ডাল খাবে তা ঠিক করছে। এই সরকার যদি আরও বেশি আসন পেয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তাহলে বাংলার মানুষের কি হাল হবে তা আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করা যায়। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই বিজেপিকে শূন্য করার ডাক দেয় অভিষেক।

জাতীয় মহাসড়কে মোবাইল নেটওয়ার্ক সংযোগ উন্নত করতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি, ২০২৬

জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল নেটওয়ার্ক সংযোগের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেলি যোগাযোগ দপ্তর ও ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ। জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন অংশ, বিশেষত গ্রিনফিল্ড এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে নেটওয়ার্ক সংযোগের সমস্যা দূর করতে টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীদের যথাযথ নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ দেওয়া হয়েছে। জন-নিরাপত্তা এবং কৌশলগত গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ দেশ জুড়ে জাতীয় মহাসড়ক করিডরে মোবাইল নেটওয়ার্ক সংযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে দ্রুত ও সুসমন্বিত পদ্ধতি অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে।

জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ণে দেখা গেছে, জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের প্রায় ১,৭৫০ কিলোমিটার জুড়ে ৪২৪টি স্থানে মোবাইল নেটওয়ার্কের সংযোগ অত্যন্ত দুর্বল। এই স্থানগুলির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য টেলি যোগাযোগ বিভাগ ও ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় মহাসড়ক করিডরগুলি গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়ায় সেখানে মোবাইল নেটওয়ার্কের সমস্যা জাতীয় মহাসড়ক পরিচালনা, আপৎকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযুক্তি চালিত জনপরিষেবার ওপরে বিরুপ প্রভাব ফেলে। ভূ-মানচিত্র সংযুক্ত দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীরা যাতে ফ্ল্যাশ এসএমএস সতর্কতা প্রচার করেন, সেই নির্দেশ দিতে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে। ওইসব স্থানে পৌঁছবার আগেই মহাসড়ক ব্যবহারকারীদের কাছে এমন এসএমএস পৌঁছে গেলে তাঁরা সতর্ক থাকতে পারবেন। যেসব জায়গায় গবাদি পশুরা এলোমেলোভাবে চরে বেড়ায়, সেই স্থানগুলির একটি তালিকাও ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ জাতীয় মহাসড়কগুলিকে মোবাইল সংযোগ নেটওয়ার্কের মধ্যে এনে সেগুলিকে নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তুলতে চায়।

চা বাগান ও ভোটার তালিকা নিয়ে রাজ্যকে কাঠগড়ায় শুভেন্দু

কলকাতা

চা বাগান শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতন, ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট কার্যকর না করা, ভোটার তালিকা সংশোধন এস আই আর ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং প্রশাসনিক অনিয়ম—এই একাধিক ইস্যুতে সোমবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

প্রসঙ্গত ৬ জানুয়ারি সল্টলেকের বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে শুভেন্দু অধিকারী জানান, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার বহু চা বাগানে গত চার থেকে পাঁচ মাস ধরে শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, মধু, ভার্নাবাড়ি, লঙ্কাপাড়া, রামঝোড়, চামুর্চি, আমবাড়ি, দেবপাড়া, মোগলকাটা, রেড ব্যাংক, রায়পুর-সহ একাধিক চা বাগান কার্যত বন্ধ বা চরম সংকটের মুখে রয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি সরাসরি রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন এবং অবিলম্বে শ্রমিকদের পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানান।

পাশাপাশি একই সঙ্গে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকার চা বাগানের জমির ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ বাণিজ্যিক ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে চা শিল্প ধ্বংসের পরিকল্পনা করছে। এর ফলে শ্রমিকদের জীবিকা ও ভবিষ্যৎ গভীর সংকটে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভোটমুখী বাংলার জন্য কমিশনের তরফ থেকে এল বার্তা

এবার থেকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট। জেলা ভিত্তিক রিপোর্ট নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করে কমিশন। জেলা শাসকের রিপোর্টের ওপরেই নির্ভর করবে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা। সোমবারই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন CEC জ্ঞানেশ কুমার.উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এ রাজ্যে প্রায় ১১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এ বারও কি সেই একই সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হবে, সেটাই দেখার।

সেই বৈঠকেই এই বিষয়টি উঠে আসে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সূত্রের খবর, জেলাশাসকের দায়িত্ব থাকবে, রাজ্যের যা যা ঘটনা ঘটছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠানো। প্রত্যেক সপ্তাহের রিপোর্ট তিনি এক-একটা করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে পাঠাবেন।

এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রাজ্যে আগামী দিনে মোট কটা স্পর্শকাতর বুথ হবে, এই জায়গাগুলোতে মোট কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, সামনেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। সেই ভোটে কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হবে, রাজ্য পুলিশ কত থাকবে, কোথায় কোথায় থাকবে, এরকম একাধিক বিষয়ে কথা বলতে সোমবার দিল্লির নির্বাচন সদনের বৈঠক হয়। কত দফায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন করানো সম্ভব সেই সব বিষয়ও উঠে এসেছে বৈঠকে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পনেরোতম পর্ব)

হলেও মেয়েরা অঞ্জলি দিতে পারত না। কিছু পণ্ডিতের মতে সমাজপতিরা ভয় পেতেন হয়তো এই সুযোগে ধর্মের নামে মেয়েরা দাবি করে বসেন লেখাপড়ার স্বাধীনতা ! শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করা হয় সাধারণ পূজার আচারাদি মেনে। তবে এই পূজায় কয়েকটি বিশেষ উপাচার বা সামগ্রীর প্রয়োজন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কবি সুভাষ স্টেশন পুনরুজ্জীবিত করতে একধাপ এগোল মেট্রো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত ২৮ জুলাই থেকে বন্ধ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন। পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে গোটা স্টেশনটিকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ঘোষণা করা হয়েছিল, ৮-৯ মাসের মধ্যে পুনরায় স্টেশন তৈরি করা হবে। সেই কাজ নিয়ে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ওই স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্ম কাঠামো সংস্কারে নকশা ও প্রকল্প ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে.ট্র্যাক ও লাইনে ফাটল দেখা দেওয়ায় গত বছরের ২৮ জুলাই থেকে বন্ধ কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের প্রান্তিক স্টেশন কবি সুভাষ। এই মুহূর্তে মেট্রো চলছে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত। কবি সুভাষের যাত্রীদের সুবিধার জন্য সরকারের তরফে বাস পরিষেবা দেওয়া হয়। কিন্তু যাত্রীদের দাবি, মেট্রোর বিকল্প নয় বাস। তাই দ্রুত মেট্রো স্টেশন চালু করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, এবার মেরামতির নকশা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ল.মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসএস কান্নান বলেন, "কবি সুভাষ স্টেশনের সংস্কার আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায়।"

মেট্রোর দাবি, ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিকল্প শেডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কবি সুভাষ স্টেশনের পরবর্তী অংশে একটি রক্ষণাবেক্ষণ শেড রয়েছে, যেখানে মূলত রাতে ট্রেনের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়। সেই কারণেই নিয়মিতভাবে ট্রেনগুলিকে কবি সুভাষ স্টেশনের পর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। টালিগঞ্জের পুরনো শেড পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এক আধিকারিক জানান, দুর্গাপুজোর সময় টানা পরিষেবা চালু রাখা এবং তার পরবর্তী সময়েও দৈনন্দিন যাত্রী চাহিদা বেড়ে যাওয়ায়, পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নৈরাত্মা, ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

"নৈরাত্মা। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবীকে নৈরাত্মা বলা হয়। যাহার আত্মা নাই, তিনিই নৈরাত্মা। বলা বাহুল্য, নৈরাত্মা জগৎকারণ নিঃস্ব ভাব স্বভাবশুদ্ধ পরাশূন্যের একটি গুণ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাজ্য পুলিশের DGP নিয়োগ ঘিরে নজিরবিহীন জটিলতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য পুলিশের DGP নিয়োগ ঘিরে নজিরবিহীন জটিলতা। রাজ্যের তরফে দেওয়া প্যানেলের তালিকা ফেরত পাঠাল UPSC. এই মুহূর্তে রাজ্যে কোনও স্থায়ী DGP নেই। দায়িত্ব সামলে চলেছেন রাজীব কুমার। আগামী ৩১ জানুয়ারি তাঁর অবসর নেওয়ার কথা। পরবর্তী DGP নিয়োগের জন্য প্যানেলের তালিকা পাঠিয়েছিল রাজ্য।উল্লেখ্য, চলতি জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখ অবসর নেবেন ১৯৯০ ব্যাচের IPS অফিসার রাজীব। তাঁর পর কে DGP হবেন, তা নিয়ে এখন বেনজির পরিস্থিতি তৈরি হল, যা আগে কখনও দেখা যায়নি।রাজ্যের পাঠানো প্যানেলের তালিকা পাঠিয়ে USPC জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মনোজ মালব্যর অবসরের তিন মাস আগে প্যানেলের তালিকা পাঠানো উচিত ছিল রাজ্যের। কিন্তু রাজ্য প্যানেলের তালিকা পাঠিয়েছে দেড় বছর পর। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী UPSC প্যানালের সুপারিশ করলে অসঙ্গতি তৈরি হতে পারে. প্যানেলে বিবিচিত DGP পদপ্রার্থীরা বঞ্চিত হবেন বলে জানানো হয়েছে। (Mamata Banerjee) রাজ্যকে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে UPSC. রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সেই মর্মে চিঠি দিয়েছেন UPSC-AIS শাখার ডিরেক্টর। বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের DGP কে হবেন, সেই নামের তালিকা রাজ্যকে পাঠাতে পারবে না UPSC. কারণ ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যের প্রাক্তন DGP মালব্য যখন অবসর গ্রহণ করেন, সেই সময়ই সিনিয়র তিন IPS অফিসারের নামের তালিকা পাঠানো উচিত ছিল রাজ্যের। সেই মতো UPSC-ও তালিকা পাঠাত রাজ্যকে। কিন্তু তা না করে, সেই সময় রাজীবের হাতে রাজ্য পুলিশের DGP-র দায়িত্ব অর্পণ করে রাজ্য। পরবর্তীতে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে রাজ্যের তরফে UPSC-কে একটি তালিকা পাঠানো হয়, যাতে নাম ছিল রাজীব কুমার, রাজেশ কুমার, রণধীর কুমার। সেই নিয়ে গত অক্টোবরেই একটি বৈঠক করে UPSC, যাতে মীমাংসা বেরোয়নি। ২০২৩ সালে চিঠি না দিয়ে রাজ্য কেন ২০২৫-এ তালিকা পাঠাল, প্রশ্ন ওঠে। পাশাপাশি, রাজীব কুমার, রাজেশ কুমারদের চাকরির মেয়াদ ছ'মাসও চাকরি নেই। তাই UPSC-র মাপকাঠিতেই পড়ছেন না ওই সিনিয়র IPS অফিসাররা। এর পরই ভারত সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেলের পরামর্শ চায় UPSC. সেই নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল জানান, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হোক রাজ্য। কারণ সর্বোচ্চ আদালতই চূড়ান্ত তালিকা দিতে পারবে। UPSC-র ক্ষমতা নেই এটা নিয়ে রাজ্যকে তালিকা দেওয়ার। কারণ তাদের বৈঠক অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে। কেন ২০২৩-এর পরিবর্তে ২০২৫ সালে তালিকা পাঠাল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে UPSC.

(২ পাতার পর)

'রণ সংকল্প' যাত্রায় রামপুরহাটে অভিষেক

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় যাওয়ার আগে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেবেন তিনি। দুপুর একটায় রয়েছে সভা। সভার পরে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যাবেন তিনি। সোমবারই পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন সুনালী খাতুন। এদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন অভিষেক। জাতীয় সড়কের ধারে সভাস্থল যাওয়ার পথের দুধারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় বড় কাট আউট এবং দলীয় পতাকা টাঙানো হয়েছে শাসক দলের উদ্যোগে।সভাস্থলে দলীয় কর্মীদের জন্য তিনটি আলাদা আলাদা মঞ্চ করা হয়েছে। সেখানে দলের ব্লক সভাপতিরা-সহ দলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকবেন। এক কথায় সে এক এলাহী কান্ড হতে চলেছে বীরভূমে।

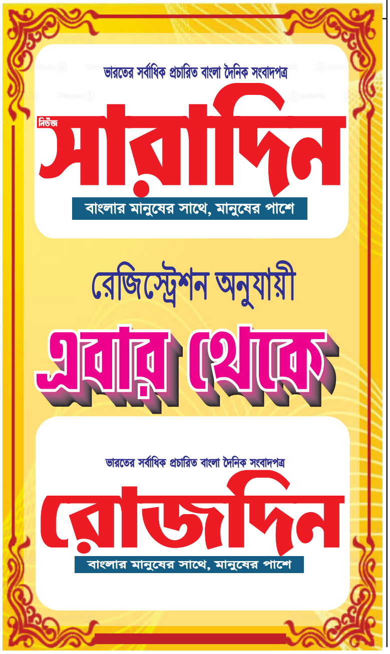

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ছাব্বিশেই কেন পাহাড়ের মতো ঠান্ডা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঘন কুয়াশার ঠেলায় আজও 'শীতল দিন'। রোদ না ওঠায় পর পর দুই দিন 'কোল্ড ডে' বাংলায়। তাতেই দফায় দফায় নতুন রেকর্ড হয়ে গেল কলকাতায়। ১৮ ডিগ্রিতে থমকাল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। আলিপুরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৬ ডিগ্রি কম। শ্রীনিকেতনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গিয়েই থেমে গেল।এছাড়া নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও প্রবল ঠান্ডার দাপট থাকবে। চার দিন পর থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ২ ডিগ্রি বাড়তে পারে বলে জানানো হয়েছে। তবে আপাতত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি কম থাকায় দিনভর শীত অনুভূত হবে। কুয়াশার দাপট নিয়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিন ঘন কুয়াশা ও দুপুরের আগে পর্যন্ত ভারী শিশির পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও বীরভূমে ঘন কুয়াশা দেখা গেলেও বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামীকাল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৮ থেকে ২০ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা না থাকলেও পশ্চিমের জেলাগুলোতে এদিন থেকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে রাজ্যজুড়ে আরও কয়েক দিন হাড়কাঁপানো শীতের এই স্পেল জারি থাকবে।দমদমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছাল মাত্র ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যে 'শীতল দিন'-এর সতর্কতা থাকছে। ইতিমধ্যেই বর্ধমান ও বীরভূমে শৈত্যপ্রবাহের কমলা সতর্কতাও জারি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রার পারদ উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নমুখীই রয়েছে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ২০১৩ সালের পর (সে বছর ছিল ৯ ডিগ্রি) জানুয়ারি মাসে শীতলতম দিন হিসেবে গণ্য হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৮৯৯ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতার তাপমাত্রা ৬.৭ ডিগ্রিতে নেমেছিল, যা সর্বকালীন রেকর্ড। ২০১৩ বা ২০১৮ সালের পরিসংখ্যানকে ছাপিয়ে এবারের শীতের দাপট এতটাই বেশি যে, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা নিচে রয়েছে।

কেন এত ঠান্ডা?

আবহাওয়া দফতরের কর্তারা বলছেন, মূলত বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া একটি গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা কনকনে শীতল হাওয়ার গতিবেগ বেড়েছে, যার ফলেই এই তীব্র শীতের অনুভূতি। আগামী চার দিন রাজ্যের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে এবং তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। উত্তরবঙ্গের মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দুই দিনাজপুরে 'শীতল দিন' বা কোল্ড ডে পরিস্থিতি বজায় থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে শৈত্যপ্রবাহ চলার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

(৩ পাতার পর)

চা বাগান ও ভোটার তালিকা নিয়ে রাজ্যকে কাঠগড়ায় শুভেন্দু

পড়ছে বলেও তিনি দাবি করেন। ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ২০০৬ সালের এই আইনে চা বাগান শ্রমিকদের জমির মালিকানা বা অধিকার পাওয়ার কথা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও তা কার্যকর করেনি। তাঁর দাবি, গোটা দেশে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট মানা হচ্ছে না। লিজ বা ভাড়াটিয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার খর্ব করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন।

এরপর ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা জানান, বহু চা বাগান শ্রমিকের কাছে জন্ম বা শিক্ষাগত শংসাপত্র না থাকায় তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দার্জিলিং ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগান এলাকার এই পরিস্থিতি তুলে ধরে সাংসদ রাজু বিস্তার নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিজেপির দাবি, ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের অধীনে থাকা নথিকে এসআইআর-এর বৈধ দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যাতে কোনও চা বাগান শ্রমিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচন কমিশন এই যুক্তিসঙ্গত দাবি বিবেচনা করবে।

তবে এসআইআর প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ভোটার তালিকার স্বার্থে সমর্থন জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ২৪ লক্ষ ভোটার বেড়েছে, যা জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বেআইনিভাবে ডোমিসাইল, জন্ম ও অন্যান্য শংসাপত্র ইস্যু করে ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম ঢোকানোর চেষ্টা চলছে।

এছাড়াও প্রশাসনিক অনিয়মের প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, ইউপিএসসি-র চিঠিতেই রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক নিয়োগে নিয়মভঙ্গের বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। সিনিয়র অফিসারদের বঞ্চিত করে জুনিয়রদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হচ্ছে এবং বেআইনি কাজের জন্য প্রশাসনিক সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্টভাবে জানান, ভোটার তালিকায় ভুয়ো বা মৃত ভোটার ইচ্ছাকৃতভাবে রাখার চেষ্টা হলে বিজেপি আইনি পথে যাবে এবং প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে। চা বাগান শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি নয়...! অবশেষে ন্যায্য অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারও করেন তিনি।

সিনেমার খবর

সামাজিক মাধ্যমে শিল্পা শেঠির বিকৃত ছবি-ভিডিও, আদালতে অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সামাজিক মাধ্যমে নিজের বিকৃত ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আদালতের শরণাপন্ন হলেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি। তাঁর অভিযোগ, কৃত্রিম প্রযুক্তির মাধ্যমে তাঁর কণ্ঠস্বর ও চেহারা বিকৃত করে একাধিক ছবি ও ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। এবং তা বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ এবং রেস্তোরাঁয় গোলমালের ঘটনার পর এবার এই নতুন সমস্যার মুখে পড়লেন শিল্পা। তাঁর দাবি, এই ভুয়া ও বিকৃত কনটেন্টের কারণে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, দর্শকের কাছেও তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি নিরাপত্তার অভাবও অনুভব করছেন তিনি।

শিল্পার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখে বম্বে হাইকোর্ট জানিয়েছে, ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শুনানিতে বিচারপতি মন্তব্য করেন, কোনও ব্যক্তিকে এভাবে হেনস্থা করা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও বেআইনি। কারও অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিয়ো বিকৃত করে প্রকাশ করা অপরাধ।

হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, অবিলম্বে এই ধরনের সমস্ত বিকৃত ছবি ও ভিডিও মুছে ফেলতে হবে। পাশাপাশি আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যমে কারও ভাবমূর্তি নষ্ট করার কোনও অধিকার কারও নেই।

বলিউডে স্বজনপ্রীতি নিয়ে অক্ষয় খন্নার মন্তব্য ফের আলোচনায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

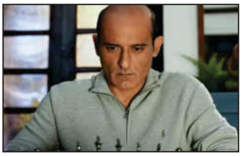

‘ধুরন্ধর’ ছবির পর থেকেই আবার আলোচনায় অক্ষয় খন্না। এর মধ্যেই ‘দৃশ্যম ৩’ থেকে তার সরে দাঁড়ানো ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, প্রত্যাশিত পারিশ্রমিক না পাওয়ায় ছবিটির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই ফের ভাইরাল হয়েছে অভিনেতার প্রায় পাঁচ বছর আগের একটি ইন্টারভিউ, যেখানে বলিউডের স্বজনপোষণ বা নেপোটিজম নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন অক্ষয়।

ওই সাক্ষাৎকারে অক্ষয় খন্না বলেছিলেন, অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছা থাকা আর সুযোগ পাওয়ার মধ্যে অনেক তফাত আছে। তার মতে, বলিউডে কাজ পেতে হলে শুধু প্রতিভা নয়, পরিচিতি ও পারিবারিক যোগাযোগও বড় ভূমিকা রাখে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ইন্ডাস্ট্রির পরিবারতন্ত্রই একসময় তার কাজ না পাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল।

একসময় দীর্ঘদিন পর্দার আড়ালে ছিলেন অক্ষয় খন্না। নিয়মিত কাজ পাচ্ছিলেন না, এমনকি অনেক প্রজেক্ট থেকেও বাদ পড়তে হয়েছিল তাকে। তবে সময় বদলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন চরিত্রে শক্তিশালী অভিনয়ের মাধ্যমে আবারও নিজের জায়গা ফিরে পেয়েছেন তিনি।

বিশেষ করে ‘ধুরন্ধর’-এ রহমান বালোচ চরিত্রে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে দর্শক ও সমালোচক মহলে। এই সাফল্যের প্রভাব পড়েছে পারিশ্রমিকেও। জানা গেছে, নতুন ছবিতে কাজের জন্য পারিশ্রমিক বাড়িয়েছেন অক্ষয়। পাশাপাশি, চরিত্রের প্রয়োজনে পরচুলা ব্যবহার করেই অভিনয় করতে আগ্রহী বলেও জানিয়েছেন তিনি।

জন্মদিনের শুভেচ্ছায় সালমানকে ‘বড় মনের মানুষ’ বললেন ক্যাটরিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একসময় দুজনের প্রেমকাহিনি ছিল বলিউডের সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। এখন অবশ্য বিয়ে করে অভিনেতা ভিকি কৌশলের সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। অন্যদিকে, ষাটের ঘরে পা রাখলেও এখনো ব্যাচেলর ‘বলিউড ভাইজান’ সালমান খান। সময়ের পরিক্রমায় দুজনের দুটি পথ ভিন্ন গন্তব্যে হাঁটলেও এখনো সাবেকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ধরে রেখেছেন দুজনেই। যার দেখা মেলে হরহামেশাই।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) ছিল সালমান খানের ৬০তম জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে ভক্ত-অনুরাগী ও সহকর্মীদের শুভেচ্ছায় ভাসছেন ভাইজান। তবে সব শুভেচ্ছাকে ছাপিয়ে আলাদাভাবে করে নজর কেড়েছে সাবেক প্রেমিকা ক্যাটরিনা কাইফের শুভেচ্ছাবার্তাটি।

সোশ্যাল হ্যান্ডেলে সালমানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্যাটরিনা লেখেন, টাইগার, টাইগার, টাইগার; ৬০তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তোমার মতো বড় মনের মানুষের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। তোমার প্রতিটা দিন ভালোবাসা আর আলোয় ভরে উঠুক।

ক্যাটরিনার এই শুভেচ্ছাবার্তাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। যা দেখে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন নেটিজেনরা।

উল্লেখ্য, সালমান-ক্যাটরিনাকে সবশেষ একসঙ্গে পর্দায় দেখা যায় ‘টাইগার ৩’ ছবিতে। মনীষ শর্মা পরিচালিত ছবিটি বক্স অফিসে আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারেনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অনিশ্চিত রাবাদা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ সামনে রেখে বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দলের প্রধান পেস অস্ত্র কাগিসো রাবাদার ফিটনেস নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা, যা বিশ্বকাপে তার অংশগ্রহণ নিয়েই প্রশ্ন তুলছে।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ২ জানুয়ারি ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করবে। তার আগে সময়ের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন রাবাদা।

ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচকদের কাছে নিজের ফিটনেস প্রমাণের চেষ্টায় আছেন ডানহাতি এই পেসার। বর্তমানে পাঁজরের চোটে ভুগছেন ৩০ বছর বয়সী রাবাদা। এই চোটের কারণে এসএ২০ লিগে এমআই কেপ টাউনের হয়ে মৌসুমের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। এমনকি দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেও তার ছিটকে পড়া নিশ্চিত হয়েছে। ফলে স্কোয়াড ঘোষণার সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে অনিশ্চয়তা।

সবশেষ গত অক্টোবরে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে মাঠে নেমেছিলেন রাবাদা। দুটি টেস্টে চার উইকেট নিলেও এরপর পাঁজরের স্ট্রেস ইনজুরির কারণে ভারতের বিপক্ষে পুরো সফর মিস করেন। গত ছয় মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে মাত্র নয়টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন তিনি, যা নির্বাচকদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে।

রাবাদার মতো অভিজ্ঞ ও ভয়ংকর পেসারকে ছাড়া খেলতে হলে প্রোটিয়াদের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন বড় ধাক্কা খেতে পারে এমনটাই মনে করছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার পেস আক্রমণ জুড়েই চোটের সমস্যা প্রকট। জেরাল্ড কোয়েটজি ২০২৫ সালের বড় একটা সময় ইনজুরিতে মাঠের বাইরে ছিলেন এবং আপাতত নির্বাচকদের ভাবনায় নেই।

তবে স্বস্তির খবরও রয়েছে। পাকিস্তান সফর মিস করা কিয়েনা মাফাকা হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে উঠে বর্তমানে এসএ২০ লিগে খেলছেন। আর রাবাদার ক্ষেত্রেও আশার আলো এমআই কেপ টাউনের হয়ে তৃতীয় ম্যাচে তার মাঠে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।

এখন দেখার বিষয়, সময়ের সঙ্গে এই লড়াইয়ে জয়ী হয়ে কাগিসো রাবাদা নিজেকে কতটা প্রস্তুত করে তুলতে পারেন। কারণ তার ফিটনেসের ওপরই অনেকটাই নির্ভর করছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ ভাগ্য।

শচিন-সাঙ্গাকারার পাশে রুট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ডের ভরসার প্রতীক জো রুট আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস গড়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলমান অ্যাশেজ সিরিজের চতুর্থ টেস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২২ হাজার রান পূর্ণ করেছেন তিনি। এই কীর্তি গড়া নবম ব্যাটার হলেন জো রুট।

মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫ রান করার সময়ই তিনি এই মাইলফলক স্পর্শ করেন। এখন পর্যন্ত ৩৮০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তার মোট রান ২২,০০০, গড় ৪৯.২১।

২২ হাজার রানের ক্লাবে রুটের আগে আছেন কিংবদন্তিরা শচিন টেন্ডুলকার, কুমার সাঙ্গাকারা, বিরাট কোহলি, রিকি পন্টিং, মাহেলা জয়বর্ধনে, জ্যাক ক্যালিস, রাহুল দ্রাবিড় ও ব্রায়ান লারা।

তবে চলতি অ্যাশেজ সিরিজে রুটের ব্যাটিং খুব একটা ধারাবাহিক ছিল না। চারটি টেস্টে তার মোট রান ২৩৪। তবে ব্রিসবেন টেস্টে তিনি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথমবার সেঞ্চুরি করেন। ১৩৮ রানে অপরাজিত থেকে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটান তিনি।

এদিকে বক্সিং ডে টেস্টে নাটকীয় জয় পায় ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ১৫২ রানে অলআউট করলেও ইংল্যান্ড নিজেরা করে মাত্র ১১০ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করে ১৩২ রান, ফলে ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৭৫ রান।

হ্যারি ব্রুক ও জেমি স্মিথের দৃঢ় ব্যাটিংয়ে চার উইকেট হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। এই জয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়ায় ইংল্যান্ডের দীর্ঘদিনের টেস্ট জয়ের খরা কিছুটা কাটলেও সিরিজ বাঁচাতে পারেনি তারা।

মেসিকে ছাড়িয়ে রোনালদোর নতুন রেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর অপেক্ষা করলেন না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বছরের শেষ ম্যাচ বাকি থাকলেও আল ওখতদুদের বিপক্ষে জোড়া গোল করে নতুন এক রেকর্ড গড়লেন পর্তুগিজ মহাতারকা। এই কীর্তিতে তিনি পেছনে ফেললেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিকে।

পঞ্জিকা বর্ষে সবচেয়ে বেশি বার ৪০ বা তার বেশি গোল করার রেকর্ড এখন রোনালদোর দখলে। চলতি বছরে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে ৪৫ ম্যাচে তার গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০। একই সময়ে মেসি ৪৬ গোল করলেও, বছরের হিসাবে এই মাইলফলকে রোনালদো এগিয়ে গেলেন।

২৩ বছরের দীর্ঘ পেশাদার ক্যারিয়ারে রোনালদো ১৪ বার এক পঞ্জিকা বছরে অন্তত ৪০ গোল করেছেন। মেসির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১৩। ২০২৩ সাল পর্যন্ত দুজনই সমান ১২ বার এই কীর্তি গড়েছিলেন, তবে এবার এক ধাপ এগিয়ে গেলেন আল নাসর ফরোয়ার্ড।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালে আর্জেন্টিনার হয়ে ৩৬ ম্যাচে ২৯ গোল করেছিলেন মেসি। সে বছর ৫১ ম্যাচে ৪৩ গোল করে তাকে ছাড়িয়ে যান রোনালদো।

চলতি বছরে ৫৪ ম্যাচে ৪৬ গোল করে আবারও মেসিকে স্পর্শ করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা, কিন্তু বছরের শেষ দিকে এসে ফের ব্যবধান গড়ে তুললেন রোনালদো।

পঞ্জিকা বর্ষের গোলের বিচারে রোনালদো ছয়বার করেছেন ৪০–৪৯ গোল, চারবার ৫০–৫৯ গোল এবং চারবার ৬০–৬৯ গোল। অন্যদিকে মেসি চারবার ৪০–৪৯, সাতবার ৫০–৫৯, একবার ৬০–৬৯ এবং একবার ৭০ বা তার বেশি গোল করেছেন।

সব মিলিয়ে পেশাদার ক্যারিয়ারে ১,৩০০ ম্যাচে রোনালদোর গোলসংখ্যা ৯৫৬। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে এক হাজার গোলের মাইলফলকের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন তিনি। অন্যদিকে, ১,১৩৭ ম্যাচে মেসির গোল ৮৯৬টি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR